আজকের কাগজ

তারিখ 04 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সিরাজদিখানের শুলপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে গড়িমসি

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ঃ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার শুলপুর নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টান ব্যতিত অন্যান্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে চরম গড়িমসি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জানা যায়, বিদ্যালয়টি পূর্বে "নারী শিক্ষা নিকেতন" নামে নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদ দ্বারা শুলপুর গীর্জা প্রাঙ্গণে পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে সময়ের দাবিতে এ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে একাডেমিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করলে গত ২৭ জানুয়ারি বিদ্যালয়টি "শুলপুর নিম্ন-মাধ্যমিক" বিদ্যালয় নামে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে।

বিদ্যালয়টি একাডেমিক স্বীকৃতি লাভের পর থেকেই বাংলাদেশের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিওর যোগসাজশে এলাকার কিছুসংখ্যক খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী বিদ্যালয়টি মিশনারী বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করার জন্যে বিদ্যালয় ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরবর্তীতে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চলকে বিষয়টি অবগত করানো হয়। এর ফলে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় হিন্দু-মুসলিম ছাত্র ভর্তি না করানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। যেহেতু হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় না; সেহেতু বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের এডহক কমিটির সভাপতি থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসমাইল হোসাইন মিয়া ও থানা ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্যালয় ভবনের তালা ভেঙে বিদ্যালয়টি খুলে দেন এবং হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নির্দেশ দেন। কিন্তু আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিওর সমর্থিত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের স্থানীয় কিছু লোকজন শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০ (১) ধারায় বিদ্যালয়টিকে মিশনারী বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উপ-পরিচালক বরাবরে পুনরায় দরখাস্ত করেন।

এহেন অবস্থায় বিষয়টি স্থানীয় জনসাধারণ সংসদ উপ-নেতা ও স্থানীয় সাংসদ অধ্যাপক এ কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে অবগত করান। একটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করার পরিবেশ সৃষ্টি করায় এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় জনগণ গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী মহলের হীন প্রচেষ্টা বন্ধ করে বিদ্যালয়টিতে সকল ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।